জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

ক্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	১-২
২.	জাতীয় কৃষি নীতির উদ্দেশ্য	৩
৩.	কৃষি খাতে সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা এবং আশংকা	৪-৫
৪.	গবেষণা ও উন্নয়ন	৬-৭
৫.	কৃষি সম্প্রসারণ	৮-১০
৬.	বীজ ও চারা কলম	১১
৭.	সার	১২
৮.	ক্ষুদ্র সেচ	১৩-১৪
৯.	কৃষির যান্ত্রিকীকরণ	১৫
১০.	কৃষিতে সমবায়	১৬
১১.	কৃষি বিপণন	১৭-১৮
১২.	কৃষিতে নারী	১৯
১৩.	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	২০
১৪.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	২১-২২
১৫.	কৃষিখাতে শ্রম	২৩
১৬.	অ-কৃষি কার্যক্রম	২৩
১৭.	বাংলা ভাষার প্রাধান্য	২৩
১৮.	উপসংহার	২৪

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষি এবং কৃষকরাই বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালী জাতি দীর্ঘ সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে কৃষকরা ছিলেন সামনের সারিতে। সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণের পাশাপাশি নানাভাবে তারা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল এদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা। জাতির পিতার সময় প্রণীত বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকে রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সংবিধানের আলোকে জাতির পিতা কৃষি খাতের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য সে কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে কোন সরকারই এ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরেও কৃষি তথা ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যক্রম পরিচালনায় কোন সঠিক দিকনির্দেশনা বা নীতিমালা ছিল না। তাই স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় কৃষিখাতের উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বারবার ব্যাহত হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে কৃষির উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পরপরই নির্বাচনী ওয়াদা এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়। স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুখী সরকারী সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকার কৃষক ও কৃষির সার্বিক উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯ প্রণয়ন করে।

বর্তমান মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার পরিবর্তনশীল বাস্তবতার আঙ্গিকে কৃষিকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে প্রণীত জাতীয় কৃষি নীতির সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে সরকার জাতির কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণসহ কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের দৃঢ় অঙ্গীকারকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছে। সে ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিককালে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন দলিল, বিশেষ করে রূপকল্প-২০২১, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি), সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদিতে সরকারের লক্ষ্য ও উন্নয়ন কৌশল অনুসরণে ইতোপূর্বে প্রণীত **'জাতীয় কৃষি নীতি, ১৯৯৯'** পরিমার্জন ও সংশোধন করে সময়োপযোগী একটি নতুন **'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩'** প্রণয়ন করা হয়েছে।

নতুন প্রণীত **'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩'** কৃষিখাতের পরিকল্পিত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাইলফলক হিসেবে অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি। **'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩'**-এর সফল বাস্তবায়ন সার্বিক কৃষি উন্নয়ন তথা ফসল উৎপাদনে যেমন বিপ্লব আনবে তেমনি-গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি **'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩'**-এর সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

শেখ হাসিনা

পটভূমি

বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে কৃষি। কৃষিকে বাদ দিয়ে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা একান্ত অপরিহার্য। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও কৃষি তথা ফসল উৎপাদনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে কোন নীতিমালা ছিল না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপসহ কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব ও যথোপযুক্ত নির্দেশনায় বিগত আওয়ামী লীগ সরকার একটা সুচিন্তিত, সমন্বিত ও পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯ প্রণয়ন করে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ১৯৯৯ সালে প্রণীত জাতীয় কৃষি নীতিকে যুগপোযোগী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। প্রায় এক যুগ পূর্বে প্রণীত এ কৃষি নীতির অনেক প্রেক্ষিতই বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনসহ কৃষিখাত নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এসকল চ্যালেঞ্জ যথাযথভাবে মোকাবেলা করে কৃষিকে টেকসই করে ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই **'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩'** প্রণীত হয়েছে। প্রণীত এ নীতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা ছাড়াও আপামর জনসাধারণ, জনপ্রতিনিধি, কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠন, এনজিওসহ সকলের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে **'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩'**-তে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ কৃষি খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা, গবেষণা ও উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ যথাযথকরণ, প্রতিকূল জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদের কাংখিত ব্যবহার, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, কৃষিতে সমবায়, কৃষি বিপণন, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষিতে নারী, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা। এ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে এতে বিস্তারিত রূপরেখা সংযোজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের কার্যকালে সম্পূর্ণভাবে আমাদের কর্মকর্তা ও স্থানীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা **'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩'** প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। প্রণীত কৃষি নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সেই সাথে উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার করে দেশের কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এবং একই সাথে কৃষি বিষয়ক আমাদের লব্ধ জ্ঞান সুসংহত করা সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষি খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে এ ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন বলে আমি আশা করি।

মতিয়া চৌধুরী

১.০ ভূমিকা

১.১ কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং জীবনীশক্তি। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠির সমৃদ্ধির জন্য কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের জিডিপিতে কৃষি খাত (ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থান যোগান এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে। কৃষি সামাজিক কর্মকান্ডের এক বিশেষ ক্ষেত্র যা জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়া, কৃষি বিভিন্ন ধরণের ভোগ্যপণ্যের বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোক্তাদের বাজারের চাহিদাভিত্তিক মালামালের উৎস। তাই গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসকরণে কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং এর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা অপরিহার্য।

১.২ ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন উপখাতসমূহের সমন্বিত রূপ হল কৃষিখাত । মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট উপ-খাতসমূহের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, যেমন পরিবেশ নীতি ১৯৯২, জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪, জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১, জাতীয় পাট নীতি ২০০২, প্রাণিসম্পদ নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৫, National Livestock Development Policy-2007, জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৮ এবং জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮। এ প্রেক্ষিতে ফসল উপ-খাতের সঠিক উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ নীতিমালার খসড়া প্রণীত হয়েছে। ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ, সার, ক্ষুদ্র সেচ, বিপণন ব্যবস্থা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এ নীতিমালায় প্রত্যাশামাফিক প্রাধান্য পেয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের কৃষিতে ফসল খাত অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং সরকারের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে ফসল খাত সর্বাধিক গুরুত্ব পায়, তাই ফসল খাতের উন্নয়নের জন্য প্রণীত দলিল পূর্বের ধারাবাহিকতায় "জাতীয় কৃষি নীতি" শিরোনামে অভিহিত করা হয়েছে।

১.৩ প্রতি বছর দেশে কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় ১% হারে হ্রাস পাচ্ছে এবং মৃত্তিকার অবক্ষয় (যেমন, পুষ্টি উপাদানের ভারসাম্যহীনতা), ও উর্বরতা হ্রাস এবং মৃত্তিকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে মাটির গুণাগুণ হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু, পানিসম্পদ ও সংকুচিত হচ্ছে। ক্রমহ্রাসমান জমিতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের প্রয়োজনে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণসহ মূল্য সংযোজন প্রয়োজন।

১.৪ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহের (MDGs) সংগে সংগতি রেখে বাংলাদেশ সরকারের অভিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠী ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫০ ভাগের নীচে নামিয়ে আনা। এছাড়াও দেশে একটি নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য প্রণীত "ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫)" এবং "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)"-তে জনগোষ্ঠির দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি, পল্লী অঞ্চলের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি, কৃষি উন্নয়ন এবং গ্রামীণ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট অ-কৃষি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১.৫ মোট দেশীয় উৎপাদনের (জিডিপি) উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে কৃষি খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি একইভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা (ফসল, উদ্যান, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ এবং বন) বৃদ্ধি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের ভোক্তাদের সাথে কৃষকের সরবরাহ চেইন সংযোগের মাধ্যমে কৃষিতে জিডিপি'র উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব । এর ফলে দেশে দারিদ্রতা হ্রাসের পাশাপাশি জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন হবে।

১.৬ কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশে ছোট খামারের ভূমিকাই বেশি। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাস এবং জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর গতিশীল করা এবং টেকসই বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন অপরিহার্য। কৃষিতে রয়েছে খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণ, শিল্প

কারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব হ্রাস এবং পরিমিত আয়সহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির অপার সম্ভাবনা, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

১.৭ প্রযুক্তি পরিবর্তনের মাধ্যমে টেকসই কৃষি নিবিড়করণ ও বহুমূখীকরণের জন্য প্রয়োজন কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের সম্মিলিত দক্ষ ও কার্যকর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে যথাযথ মূল্য সংযোজন এবং সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার সহায়তা প্রয়োজন। জ্ঞান-নিবিড় কৃষিকে টিকিয়ে রাখার জন্য উৎপাদনশীলতা, সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা, যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার, গবেষণা ও পরীক্ষা কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ দক্ষ মানব সম্পদ সরবরাহ বজায় রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে কৃষির জন্য প্রয়োজন অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা। বর্তমান সময়ের বহুমাত্রিক জাতীয় এবং অর্থনৈতিক পরিবেশে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনায় সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

১.৮ উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা বৃদ্ধি, অস্থিতিশীলতা হ্রাস, সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, অধিক পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য শস্য ও কৃষি পণ্য উৎপাদন, কৃষি বহুমূখীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের চাহিদা পূরণ করা বাংলাদেশ কৃষির অন্যতম চ্যালেঞ্জ ।

১.৯ বিদ্যমান জাতীয় কৃষি নীতি এপ্রিল, ১৯৯৯ এ গৃহীত হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু উদ্ভুত হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। কৃষি সম্পদ হ্রাস, ক্রমহ্রাসমান জীববৈচিত্র, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্যের উচ্চ মূল্য ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে কৃষিকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশেষভাবে সক্ষম করে তোলা প্রয়োজন। বর্তমান কৃষি-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান কৃষি নীতিকে যুগোপযোগী করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

২.০ জাতীয় কৃষি নীতির উদ্দেশ্য

জাতীয় কৃষি নীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ অধিকতর ফসল উৎপাদন এবং কৃষি কার্যক্রম বহুমূখীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা।

২.১ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহঃ জাতীয় কৃষি নীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ;
- গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও চাষাবাদ প্রযুক্তির টেকসই উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা ;
- যথাযথ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও উপকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক কৃষির প্রচলন করা এবং তা অব্যাহত রাখা ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনযোগ্য (Adaptable) কৃষকের চাহিদা মিটাতে সক্ষম এমন স্ব-নির্ভর এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ;
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ;
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামত মানসম্পন্ন কৃষি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান ও কৃষি পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি নির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা ; এবং
- জনগণের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কৃষি বহুমুখীকরণ এবং অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা ।

৩.০ কৃষি খাতে সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা এবং আশংকা

একটি বস্তুনিষ্ঠ, কার্যকর এবং ফলপ্রসূ জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং আশংকাসমূহ সঠিকভাবে বিবেচনা করা।

৩.১ সক্ষমতা ঃ

- ফসল উৎপাদনের জন্য সাধারণত বছরব্যাপী অনুকূল কৃষি জলবায়ু বিরাজমান ;
- খামার পর্যায়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর/সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা-সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিদ্যমান ;
- কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত জনবল বিদ্যমান ;
- প্রধান প্রধান শস্য উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি বিদ্যমান ;
- দেশব্যাপী কৃষি উপকরণ সরবরাহ নেটওয়ার্ক বিদ্যমান ;
- নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী ও সৃজনশীল কৃষক ;
- কৃষি কর্মকান্ডের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি বিদ্যমান ;
- বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান ;
- সেচের পানির প্রাপ্যতা ;
- বিদ্যমান সহায়তামূলক প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো ;
- সরকারের বিদ্যমান আর্থিক সহায়তা/প্রণোদনা;
- দেশব্যাপী বিস্তৃত কৃষি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং নেটওয়ার্ক, বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলের উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের আধা-বিস্তারিত তথ্য/উপাত্ত ও ব্যবহার উপযোগী নির্দেশিকা বিদ্যমান;
- কৃষকদের চিরাচরিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান; এবং
- কৃষি ভর্তুকি কার্ড ও কৃষক ব্যাংক এ্যাকাউন্ট;

৩.২ দুর্বলতা ঃ

- তুলনামূলকভাবে দুর্বল কৃষি বিপণন ব্যবস্থাপনা ;
- ফসল কর্তনোত্তর অধিক ক্ষতি ;
- কৃষি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য কৃষকের নিজস্ব মূলধনের অপ্রতুলতা ;
- সীমিত প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ ;
- কৃষক সংগঠনের (ক্লাব, দল) সক্রিয়তার অভাব ;
- উপকরণ (পানি, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) ব্যবহারের সীমিত দক্ষতা ;
- রপ্তানী বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের অপ্রতুল প্রযুক্তি ;
- প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততা ;
- বেসরকারী পর্যায়ে গবেষণা এবং উন্নয়নে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ ;
- অগ্রসরমান কৃষি বিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী এবং অবকাঠামোমূলক অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা ;
- কৃষিতে বহুমূখীকরণের অভাব ;
- কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণে দুর্বল ব্যবস্থাপনা ;
- সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব;

- কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির অপর্যাপ্ত ব্যবহার ;
- কৃষক ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা;
- মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ (বীজ,সার ও সেচ) উৎপাদন ও সরবরাহের অপর্যাপ্ততা;
- কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণের অপর্যাপ্ততা; এবং
- কৃষি পণ্যের পরিবহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা।

৩.৩ সুযোগ ঃ

- হস্তান্তরযোগ্য আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিদ্যমান;
- হাইব্রীড প্রযুক্তি প্রসারের সুযোগ বিদ্যমান ;
- কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে বিরাজমান সম্ভাবনা ;
- পার্বত্য এলাকাসহ প্রতিকূল কৃষি-পরিবেশ অঞ্চল ব্যবহারের বিদ্যমান সম্ভাবনা ;
- বৈদেশিক বাজার ও বাংলাদেশী অধ্যুষিত বিদেশের বাজারে উচ্চ মূল্য ফসল রপ্তানীর সুযোগ বিদ্যমান ;
- শস্য বহুমূখীকরণ এবং নিবিড়করণের বিরাজমান সুযোগ ;
- কৃষিজাত পণ্যে মূল্য সংযোজনের বিদ্যমান সুযোগ ;
- মূল্য সংযোজিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ ;
- কৃষিখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ বিদ্যমান;
- ফলন পার্থক্য হ্রাসের সুযোগ বিরাজমান ; এবং
- ব্যক্তিখাত ও বাণিজ্যিক কৃষির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সম্ভাবনা বিরাজমান।

৩.৪ আশংকা ঃ

- পরিবেশগত সংকটাপন্নতা (জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, ঝড়, লবণাক্ততা, রোগবালাই, পোঁকামাকড়ের আক্রমণ এবং নদীভাংগন) বিরাজমান ;
- ক্রমাবনতিশীল মাটির স্বাস্থ্য ;
- ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমি এবং পানি সম্পদ ;
- অকৃষি কাজে কৃষি জমি ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি ;
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার ফলে কৃষি কাজে কৃষকের নিরুৎসাহ ;
- বিলুপ্তমান কৃষি জীববৈচিত্র্য ;
- কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার;
- কৃষি পরিবেশ এর অবক্ষয় ; এবং
- কৃষি খাতে বিশেষ করে কৃষি গবেষণায় অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ।

৪.০ গবেষণা এবং উন্নয়ন

কৃষি গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কৃষি উন্নয়নের জন্য একটি সুসমন্বিত গবেষণা পরিকল্পনা অপরিহার্য। গবেষণার মাধ্যমে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব যার ফলে কৃষি সরবরাহ-কেন্দ্রিক এর পরিবর্তে চাহিদা-ভিত্তিক হবে। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন মাত্রার চেয়ে উৎপাদন দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এছাড়াও এর জন্য প্রয়োজন সমতা, কর্মসংস্থান, সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণ, পুষ্টি, খাদ্যের গুণগতমান, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি নতুন ধারণার ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় রেখে খাদ্য নিরাপত্তা প্রচেষ্টা চলমান রাখা। এ জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সার্বিক জবাবদিহিতার পাশাপাশি কার্যকর অন্তর্বীক্ষণ, অগ্রাধিকার পুন:নির্ধারণ এবং সুদৃঢ়করণের দাবী রাখে। এসব বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রধান কৌশলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

৪.১ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

- গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেমে সমন্বয়, পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নিরূপণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ক্রমাগত শক্তিশালীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ;
- কৃষি গবেষণায় উদ্ভাবন, উৎকর্ষতা সাধনের জন্য বিজ্ঞানীদের অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রণোদনা ও প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার প্রদান করা হবে ;
- গবেষণা কর্মকান্ডের খরচ নির্বাহের জন্য বিজ্ঞানীদের পর্যাপ্ত তহবিল প্রদান এবং প্রকল্প-ভিত্তিক কর্মকান্ডকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা হবে ;
- গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বহিরাংগন গবেষণা কর্মকান্ডের জন্য বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে ; এবং
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেমের মাধ্যমে একটি গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়ন যার ফলে প্রতি একক গবেষণা উপকরণ বিনিয়োগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সামাজিক সুফল এবং মূল্য সংযোজন অর্জিত হবে।

৪.২ গবেষণা পরিকল্পনা ও অর্থায়ন ঃ

- গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে 'নিম্ন থেকে শীর্ষস্তর ভিত্তিক' পদ্ধতি অনুসরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে ;
- সরকারি, বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করা হবে ; এবং
- গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময়মত ও চাহিদা মাফিক অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে ।

৪.৩ গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র ঃ

- গবেষণা কার্যক্রমের বিষয় হবে কৃষি নিবিড়করণ, বহুমূখীকরণ এবং সমন্বিত খামার কার্যক্রম ;
- বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু, স্বল্প মেয়াদী ও স্বল্প উপকরণ নির্ভর জাত এবং চাষাবাদ প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন ;
- ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, উচ্চ মূল্য সম্পন্ন ফসল, মূল্য সংযোজন, কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্য ;
- বিকাশমান বিষয় যেমনঃ জীব প্রযুক্তি, কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) গবেষণা, হাইব্রীড, জলবায়ু পরির্বতন জনিত প্রভাব যেমন- বন্যা, খরা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রতিকূলতা, চর, উচু/পাহাড়ী অঞ্চল ও গভীর পানির ফসল ব্যবস্থাপনা, টেকসই ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং জৈব-চাষাবাদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা ;
- উৎপাদনশীলতা এবং টেকসই উৎপাদনের লক্ষ্যে বৃষ্টি-নির্ভর ফসলের গবেষণা ;
- খামার ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট সমস্যাসমূহ সমাধানে গবেষণা কার্যক্রম ;

- জলবায়ু পরিবর্তনসহ আবহাওয়া ও ফসলের উৎপাদন বিষয়ক পূর্বাভাস সর্ম্পকিত গবেষণা ;
- কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন ;
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও জৈব বালাইনাশক উদ্ভাবন ও উন্নয়ন ;
- আন্তঃসীমা (Trans-boundary) অতিক্রম করে যে সকল রোগ বালাইয়ের সংক্রমণ ঘটে সে সকল বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ। তাছাড়া, এক বা একাধিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা, দারিদ্র দূরীকরণ, জীবনমান উন্নয়ন, পারিবারিক খাদ্যনিরাপত্তা ও খামার বহির্ভূত আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ;
- কৃষি নীতি ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অভিন্ন ধারায় গবেষণা ; এবং
- বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলের জন্য পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন , উন্নয়ন এবং টেকসই ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা।

৪.৪ প্রযুক্তি হস্তান্তর ঃ

- কৃষক ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তি পরিমার্জন, যাচাই এবং হস্তান্তর বিষয়ের ওপর সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব প্রদান করবে ; এবং
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বহিরাংগন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে বিজ্ঞানীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৪.৫ সেবা প্রদানে সমতা ঃ

- কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গবেষণা সুবিধাভোগিদের কাছে সুফল পৌঁছানোর লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো এবং মানব-সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে অসমতা দূরীকরণে সরকার উদ্যোগ নিবে।

৪.৬ তথ্যবিদ্যা ঃ

- গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি বিশদ তথ্য ভান্ডার তৈরী করবে ; এবং
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং অন্যান্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত একটি কার্যকর ই-নেটওয়ার্ক তৈরী করা হবে।

৪.৭ অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতা বৃদ্ধি ঃ

- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করবে ;
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে ; এবং
- সরকার গবেষণা এবং সম্প্রসারণ এর মধ্যকার সংযোগকে শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪.৮ মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ঃ

- কৃষিতে নতুন উদ্ভাবনের জন্য মেধাসত্ত্ব অর্জনে সহায়তা করা হবে।

৫.০ কৃষি সম্প্রসারণ

কৃষি সম্প্রসারণ বাংলাদেশের কৃষি প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি। খামারের উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রযুক্তির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকার কৃষি সম্প্রসারণকে সেবা প্রদানকারী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে যা বর্ধিত কৃষি উৎপাদনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষককে উপযুক্ত কারিগরি ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রদানসহ নতুন প্রযুক্তি, উন্নত খামার পদ্ধতি এবং কলাকৌশল বিষয়ে সহায়তা প্রদান করবে। টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার তাগিদে কৃষি সম্প্রসারণ সেবাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা অব্যাহতভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং সে প্রেক্ষাপটে গবেষণা ও সম্প্রসারণ পরস্পরের সাথে এবং খামার পর্যায়ে উৎপাদন বিষয়ে প্রয়োজনে কৃষকদের সাথে পারস্পরিক মত বিনিময়সহ সমস্যা সমাধানে কার্যকর সহায়তা দান করতে পারে এমন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে গৃহীতব্য বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

৫.১ সম্প্রসারণের পরিধি ঃ

- সরকার কৃষির বহুবিধ লক্ষ্য ও নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারি, বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সম্প্রসারণ উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করবে ;
- সকল শ্রেণীর কৃষক যথা- ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারী এবং বড় কৃষক বিশেষ করে নারী এবং যুবসমাজকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হবে ; এবং
- কৃষকদের দোরগোড়ায় দক্ষ ও সমন্বিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করবে।

৫.২ সম্প্রসারণ পদ্ধতি ঃ

- একক কিংবা দলীয়ভাবে কৃষকের সমস্যা এবং চাহিদা সম্প্রসারণ কর্মীর নিকট তুলে ধরতে উৎসাহ প্রদান করা হবে। চাহিদা মাফিক সেবা প্রদান জোরদার করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মী তথ্য প্রাপ্তি এবং পরামর্শ প্রদানের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখবে ;
- সরকার শীর্ষ থেকে নিম্নস্তর ভিত্তিক কাঠামো ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে নিম্ন থেকে শীর্ষস্তর ভিত্তিক অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়া/সম্পর্ক তৈরী করবে যাতে কৃষক, গবেষক এবং সম্প্রসারণ কর্মী একসাথে কাজ করতে পারে।
- সরকার প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, জ্ঞান এবং বিরাজমান পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে গড়ে ওঠা স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে স্বীকৃতি প্রদান করবে ;
- অভিযোজনগত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা, সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চালু করা হবে ; এবং
- অঞ্চলভিত্তিক কৃষি জলবায়ু উপযোগী শস্য বিন্যাসের ভিত্তিতে চাষাবাদকে সরকার উৎসাহিত করবে।

৫.৩ যোগাযোগ মাধ্যম ঃ

- কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিস্তারে সনাতন, আধুনিক গণমাধ্যম ও তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে ;
- কৃষি তথ্য এবং প্রযুক্তি প্রসারে সক্ষম করার লক্ষ্যে ‘কৃষি তথ্য সার্ভিস’ কে জনবল এবং আধুনিক সুবিধাদি সরবরাহের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হবে ;
- মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তার শক্তিশালীকরণের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য বেসরকারি টিভি ও রেডিও চ্যানেলগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হবে; এবং

- কমিউনিটি রেডিও, ওয়েব রেডিও এবং মোবাইল যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারকে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে উৎসাহিত করা হবে।

৫.৪ অংশীদারিত্ব ঃ

- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার অংশীদারিত্বমূলক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করা হবে ;
- কৃষি পণ্য উৎপাদনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হবে ;
- ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের সহায়তায় সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কর্ম কৌশল গ্রহণ করা হবে ; এবং
- সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের জন্য সরকার স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সমধর্মী এজেন্সীসমূহের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৫.৫ কৃষির উৎপাদনশীলতা ঃ

- খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের সহায়তা অব্যাহত থাকবে এবং জোরদার করা হবে। উপরন্তু, কৃষকের আয় এবং কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ;
- ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে ;
- খাদ্য-ভিত্তিক পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শস্য বহুমূখীকরণে উদ্যোগ নেয়া হবে ;
- সরকার সম্প্রসারণ ও উপকরণ সেবা প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি) সরবরাহ, প্রাপ্যতা ও বিতরণ পরিবীক্ষণ করবে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণে কঠোর পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে;
- নির্বাচিত কিছু শস্যের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে ;
- উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, মধ্যম পর্যায়ের কৃষক এবং বর্গাচাষীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে ; এবং
- কৃষি ঋণ সহজপ্রাপ্য করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

৫.৬ গুণগতমান নিশ্চয়তা ঃ

- সরকার দেশীয় বাজার ও রপ্তানীর জন্য ফসলের উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে “Good Agricultural Practices (GAP)” কে উৎসাহিত করবে ;
- উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনকালে জীবাণু এবং রোগ-বালাই মুক্তকরণের (Sanitary & Phytosanitary Measure) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ; এবং
- আমদানী ও রপ্তানী বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সংগনিরোধ সেবা শক্তিশালী করা হবে।

৫.৭ প্রতিকূল কৃষি জলবায়ু অঞ্চলের জন্য কর্মসূচি ঃ

- পাহাড়ী, খরা-প্রবণ, বরেন্দ্র, চরাঞ্চল, হাওর-বাওর, জলাবদ্ধ এলাকা এবং উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

৫.৮ আপদকালীণ অবস্থা মোকাবেলা ঃ

- যেকোন আপদ এবং আপদকালীন পরবর্তী সময়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোগী ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তাসহ স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে ;
- ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করবে ;
- উপকূল, হাওর, বিল এবং চর অঞ্চলসমূহের ফসল রক্ষার জন্য অন্যান্য উৎপাদন উপ-খাতসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ;
- শস্য বীমা চালুর বিষয় বিবেচনা করা হবে; এবং
- যেকোন দুর্যোগের অব্যবহিত পরে পুনর্বাসন কর্মসূচী শুরু করার জন্য "কৃষি দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল" গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.৯ পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ ঃ

- সরকার নিরাপদ এবং টেকসই ভবিষ্যতের জন্য আধুনিক পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো তৈরী উৎসাহিত করবে ;
- জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং টেকসই ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্ধন/ উৎসাহিত করা হবে ; এবং
- কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.১০ তথ্যভান্ডার ঃ

- কৃষি খাতে উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কৃষি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ দেশে বিদ্যমান সম্পদ, উপকরণ, প্রযুক্তি, উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল তথ্যের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরী ও হাল নাগাদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে ;
- সরকার ব্যবহার-বান্ধব কৃষক ও কৃষি প্রযুক্তির সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরী করবে ; এবং
- তথ্যের বিস্তার এবং সুবিধাভোগীদের সংশ্লিষ্ট তথ্যভান্ডার ব্যবহারের বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

৬.০ বীজ ও চারা-কলম

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নতমানের বীজ একটি অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। ভাল বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদামাফিক মানসম্মত বীজের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও ভাল বীজ, মূলতঃ হাইব্রীড ধান, ভুট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মানসম্পন্ন বীজের কিছু অংশ ব্যক্তি ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়।

৬.১ ফসল জাতের প্রজনন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

- দেশীয় প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে উদ্ভিদ প্রজনন কর্মসূচী গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে, তাছাড়া সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ফসলের জাত উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে মৌল/ভিত্তি বীজ উৎপাদন ও আমদানি করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি/কোম্পানি এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহকে উৎসাহিত করা হবে।
- বীজ উৎপাদন ও ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যক্তি, কোম্পানী অথবা সংস্থাকে বিশেষ সুবিধাজনক শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করা হবে ;
- প্রজনন হতে বিপণন পর্যন্ত বীজ খাতের মান উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বীজের সুষম উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে ; এবং
- সরকারের পূর্বানুমোদনসাপেক্ষে বীজ উন্নয়ন, নিবন্ধন এবং বিপণন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে যে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী সংশ্লিষ্ট হতে পারবে।

৬.২ বীজ পরিবর্ধন ও বিতরণ ঃ

- সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও কৃষকদের প্রজনন বীজ এবং ভিত্তি বীজ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হবে;
- সরকার জরুরী কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলার জন্য বীজের আপদকালীন মজুদ বজায় রাখবে ; এবং
- বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিপণন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠায় সরকারি ও বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে

৬.৩ সরকারি ও বেসরকারি বীজ শিল্প খাতে সহায়তা ঃ

- সরকারি ও বেসরকারি খাত কর্তৃক উন্নত মানের বীজ উৎপাদনে চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের সামর্থ বৃদ্ধি করা হবে ; এবং
- কৃষকের মাঠ পর্যায়ে নতুন জাত এবং নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগে কৃষকদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাত প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

৬.৪ বীজের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ঃ

- মান সম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ প্রত্যয়ন এবং বীজ বিধিমালা কার্যকর করার কাজ জোরদার করা হবে ; এবং
- বীজ আমদানী ও রপ্তানীসহ বীজ উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত বীজ ব্যবস্থার সকল ধাপে গুণগত মান বজায় রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭.০ সার

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সার একটি অপরিহার্য কৃষি উপকরণ। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনার প্রসার ও নিবিড় চাষাবাদের কারণে সারের চাহিদা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি লাভ করছে। এ বর্ধিত চাহিদা মেটাতে সময়মত সার সরবরাহ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। রাসায়নিক সারের অসম ব্যবহারে ভূমির অবক্ষয় ও অতিরিক্ত পরিমাণে উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান আহরণের ফলে একদিকে মৃত্তিকা উর্বরতার অবনতি ঘটছে এবং অন্যদিকে ফসলের ফলন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, মৃত্তিকা উর্বরতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সুষম সার ব্যবহারের প্রতি কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। সার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করবে।

৭.১ সংগ্রহ ও বিতরণ ঃ

- সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পর্যায়েই সার ক্রয়, সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে ; এবং
- আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সারের আপদকালীন মজুদ বজায় রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.২ গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ঃ

- সরকার কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে ;
- মৃত্তিকা, উদ্ভিদ এবং প্রাণিকূলের জন্য ক্ষতিকর যেকোন প্রকার সারের উৎপাদন, আমদানী, বিপণন, বিতরণ এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে ; এবং
- সরকার সারের গুণগতমান যাচাই করার জন্য বিশ্লেষণের সুযোগ সুবিধা শক্তিশালী করবে।

৭.৩ জৈব ও সুষম সার প্রবর্ধন/উৎসাহিতকরন ঃ

- সরকার কৃষক পর্যায়ে জৈব সার, কম্পোষ্ট এবং জীবাণু সারের ব্যবহার উৎসাহিত করবে ;
- মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত শস্য বিন্যাস অনুসরণের জন্য সচেতনতা তৈরী করা হবে ;
- সুষম, সাশ্রয়ী এবং জৈব সার ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে; এবং
- গুটি ইউরিয়া সারের উৎপাদন ও ব্যবহার কার্যক্রম জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.৪ সার পরিবীক্ষণ ঃ

- সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে সারের সরবরাহ, গুদামজাতকরণ, মূল্য এবং গুণগতমান পরিবীক্ষণ করবে।

৮.০ ক্ষুদ্র সেচ

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচকে কৃষি উপকরণসমূহের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং অপরিকল্পিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে দেশের একটি ব্যাপক এলাকা শুকনো মৌসুমে সেচের পানি পাচ্ছে না। অধিকন্তু, উজানের দেশ কর্তৃক পানি ব্যবস্থাপনার ফলে এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে পারে। অতএব, ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সু-পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ খরচ হ্রাসের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। এজন্য জাতীয় কৃষি নীতি পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। সরকার ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর পাশাপাশি ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বিস্তৃত আকারে উপস্থাপনের জন্য সমন্বিত ক্ষুদ্র সেচ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। যদিও ক্ষুদ্র সেচের বিরাট অংশই বেসরকারি মালিকানাধীন, তবুও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের যাতে স্বল্প খরচে টেকসই সেচ সুবিধা প্রদান সম্প্রসারিত হয়। দক্ষ ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৮.১ সেচ দক্ষতা ও পানির উৎপাদনশীলতা ঃ

- বিদ্যমান পানি সম্পদের পরিমিত ব্যবহারের মাধমে সেচের কার্যকারিতা এবং পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সেচ দক্ষতা নিরূপণ করা হবে এবং আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো হবে;
- প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ ও প্রতিকূল এলাকা যেমন চর, পাহাড়ী অঞ্চল, বরেন্দ্র অঞ্চল, খরা-প্রবণ, হাওড় এবং লবণাক্ত অঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলে সেচের এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সেচ, নিষ্কাশন এবং পানি প্রয়োগ পদ্ধতিসমূহের প্রচলন করা হবে ;
- নলকূপসমূহের মধ্যকার দূরত্ব এমনভাবে নির্বাচন করা হবে যাতে ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ উত্তোলন, লবণাক্ততা প্রতিরোধ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়; এবং
- সেচ কাজের জন্য ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এজন্য লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ভূ-পরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারের ওপর জোর দেয়া হবে।

৮.২ পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ ঃ

- পরিমিত সেচ এবং পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সেচের পানির পরিমাণ ও গুণগতমান উভয় বিষয়ে জরিপ ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বর্তমান কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে ;
- ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ভূ-গর্ভস্থ পানি তথ্য সম্বলিত মানচিত্র ও পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্য-পদ্ধতি তৈরী করবে ও তা নিয়মিত হালনাগাদ করবে। পানিস্তরের উঠানামা ক্ষুদ্র সেচের উপর কি ধরণের প্রভাব ফেলছে তা পরিবীক্ষণ করা হবে; এবং
- ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর উঠানামা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও ভূ-গর্ভ হয়ে লবন পানির অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত প্রস্তুতকৃত ডাটা ব্যাংক নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে এবং তা বিশ্লেষণ করে নিয়মিত পূর্বাভাস প্রদান করা হবে।

৮.৩ সংরক্ষণ ও ব্যবহার ঃ

- সরকার বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতার মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে খাল, পুকুর, ও অন্যান্য জলাশয়ের পুনঃখনন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করবে ;
- পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য সরকার পানি সংকটাপন্ন স্থানসমূহে Suction mode পাম্প এর পরিবর্তে Force mode পাম্প ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে ;
- সেচের পানির বহুবিধ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে ;
- জলাশয়, জলাধার ও অন্যান্য পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি পূনর্ভরণ কার্যক্রমকে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে; এবং
- সরকার জলাবদ্ধ কৃষি জমি পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮.৪ সেচের জন্য শক্তি ঃ

- সেচ-কার্যে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস ব্যবহারের জন্য সংস্থাসমূহের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতার মাধ্যমে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;
- বিদ্যুৎ এবং ডিজেলের সাহায্যে পরিচালিত সেচকার্যের ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হবে; এবং
- সৌরশক্তিসহ নবায়নযোগ্য শক্তিকে সেচ কাজে ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

৯.০ কৃষির যান্ত্রিকীকরণ

লাভজনক ও প্রতিযোগিতামূলক কৃষির জন্য যান্ত্রিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। প্রাণি-শক্তি প্রাপ্যতা হ্রাসের ফলে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যান্ত্রিকীকরণ ব্যতীত বহুবিধ শস্যবিন্যাস বজায় রাখা সম্ভব নয়, কেননা এর সাথে দ্রুত জমি তৈরী, চারা রোপন, আগাছা দমন, ফসল কর্তন, প্রক্রিয়াকরণ, ইত্যাদি জড়িত। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিশেষতঃ ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন,আগাছা দমন এবং ফসল মাড়াই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধারার আরো প্রসার ঘটাতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণসহ ফসল কর্তনোত্তর কর্মকান্ড কৃষি যান্ত্রিকীকরণের আওতায় আনা প্রয়োজন।

৯.১ কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন ঃ

- আর্থ-সামাজিক, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অবস্থার সংগে সংগতিপূর্ণ কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও প্রস্তুতকরণকে সরকার উৎসাহিত করবে; এবং
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মকান্ডে নিয়ুক্ত উৎপাদন কারখানা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপযুক্ত সহায়তা করা হবে।

৯.২ সহায়তা ও প্রণোদনা ঃ

- আমদানি শুল্ক রেয়াতের সুযোগসহ কৃষি যন্ত্রপাতির পরীক্ষা প্রক্রিয়া এবং মান নির্ধারণে প্রচলিত সুবিধা অব্যাহত থাকবে যাতে এসব যন্ত্রপাতির মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে ;
- স্থানীয় উৎপাদকদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য এবং দেশীয় যন্ত্রপাতির মূল্য আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির মূল্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরীর কাঁচামালের আমদানীর শুল্ক যুক্তিসংগত পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে ;
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদক ও ব্যবহারকারী উভয়কেই যথাযথ ঋণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে ;
- সরকার বিশেষ বিশেষ কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এসব যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী, উৎপাদক এবং কৃষক পর্যায়ে উদ্দীপনমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রবর্ধন করবে;
- কৃষি ভর্তুকি ও উপকরণ সহায়তা, কৃষি কার্ড ও কৃষকের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে; এবং
- সরকার কৃষক দল ভিত্তিক চাষাবাদ ও বিপণনকে উৎসাহিত করবে।

১০.০ কৃষিতে সমবায়

ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমি এবং কৃষকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা কৃষকদের ভাগ্যন্নোয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১০.১ সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন

- প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি উৎপাদনকারী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্ব-প্রণোদিত সমবায় বা দলভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকে সরকার উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করবে;
- স্ব-স্ব ভূমির মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে সমবায় ভিত্তিক আধুনিক কৃষি উৎপাদন কর্মকান্ডে সরকার সহায়তা প্রদান করবে;
- সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন উপকরন যেমন-বীজ, সার, বালাইনাশক, জ্বালানী, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহে উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদান; এবং
- স্ব-স্ব ভূমির মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে সমবায় ভিত্তিক স্বেচ্ছা প্রণোদিত যৌথ চাষাবাদে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১০.২ সমবায় ভিত্তিক বিপণন

- প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি উৎপাদনকারী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সমবায় বা দলভিত্তিক বিপণনকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করবে ;
- সমবায় ভিত্তিক আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন; এবং
- সমবায় ভিত্তিক উৎপাদিত কৃষি পণ্য উচ্চমূল্যের বাজারে প্রবেশাধিকারে সহায়তা প্রদান করা হবে।

১১.০ কৃষি বিপণন

কৃষি বিপণন পদ্ধতি খামার পণ্য এবং খাদ্য ও কৃষি পণ্যের ভোক্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। যেহেতু কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করা প্রয়োজন, তাই বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা আনয়নের জন্য একটি শক্তিশালী বাজার অবকাঠামো তৈরী করা আবশ্যক। দক্ষ কৃষি বিপণন ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের দর কষাকষি করার শক্তি বৃদ্ধিসহ তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী করতে সরকার সহায়তা করবে।

১১.১ বিপণন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ

- সরকার গ্রাম্য-বাজার স্থাপন ও পাইকারী বাজারে কৃষি পণ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন হতে ভোক্তা পর্যায়ে কৃষি পণ্যের নির্ঝঞ্ঝাট সরবরাহে সহায়তা করবে ;
- উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের মধ্যে কার্যকর মূল্য শৃংখল (Value Chain) তৈরীর প্রচেষ্টা নেয়া হবে ;
- সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের কৃষি পণ্যের বাজার উন্নয়ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে ;
- কৃষি বিপণন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ এবং পূনর্গঠন করা হবে ;
- কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ এবং গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মাফিক গুদাম এবং হিমাগার সুবিধাদি স্থাপনে সরকারী উদ্যোগসহ বেসরকারি বিনিয়োগকে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে; এবং
- কৃষি পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষা ও প্রমিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ল্যাবরেটরি ও পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১১.২ বাজার তথ্য ও সম্প্রসারণ সেবা ঃ

- কৃষক, উৎপাদক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও ভোক্তাদের কৃষিপণ্য এবং কৃষি উপকরণসমূহের বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রচারকে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে ;
- সরকার কৃষক ও উদ্যোক্তাদের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সংযোজনে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান কার্যক্রম প্রবর্ধন করবে ;
- সঠিক মূল্য ও মানসম্পন্ন কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগসমূহকে উৎসাহিত করা হবে ;
- উৎপাদন এবং উৎপাদন পরবর্তী সময়ে নিরাপদ খাদ্যের বিষয় সরকার উৎসাহিত করবে; এবং
- কৃষি পণ্যের প্যাকেজিং, গ্রেডিং ও লেবেলিংয়ের কার্যক্রম উৎসাহিত করা হবে।

১১.৩ এগ্রোপ্রোসেসিং ঃ

- সরকার কৃষি পণ্য ভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করবে;
- কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন চেইন (ভ্যেলু চেইন) উন্নয়নে কাজ করা হবে; এবং
- সরকার কৃষি পণ্য ভিত্তিক শিল্পে বিশেষ প্রনোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.৪ রপ্তানী ও বাজার উন্নয়ন ঃ

- সরকার বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জনগোষ্ঠী এবং মূলধারার বাজারে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানীকে উৎসাহিত করবে ;
- সরকার কৃষি পণ্য বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং বর্হিবিশ্বে নতুন ও সম্ভাবনাময় বাজারের সন্ধান করবে;
- পরিবেশ বান্ধব কৃষি/জৈব কৃষিজাত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে; এবং

- রপ্তানী বাজার উন্নয়ন ও এ সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং তথ্য আহরণ ও বিতরণে ই-অবকাঠামোর বিকাশ উৎসাহিত করা হবে।

১১.৫ বাজার বিধিমালা ও সহায়তাকরণ ঃ

- বাজার কর্মকান্ড পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাজার সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা শক্তিশালী এবং হালনাগাদ করা হবে ;
- কার্যকর বাজার পরিচালনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং সমন্বয়কে সরকার উৎসাহিত করবে ; এবং
- খাদ্যে স্বয়ম্ভর জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ়করণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিয়তায় কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাদের সামর্থের মধ্যে কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং কৃষি বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করার লক্ষ্যে সরকার কৃষি মূল্য কমিশন গঠন করবে।

১১.৬ বেসরকারী খাতে কৃষি-বাণিজ্য সম্ভাবনা ঃ

- সরকার ব্যক্তি উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের কৃষি-বাণিজ্য কার্যক্রম গ্রহণে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে ; এবং
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

১২.০ কৃষিতে নারী

দেশের মোট মানব-সম্পদের প্রায় অর্ধেক নারী। সেজন্য, সরকারী চাকুরী ও কৃষি ক্ষেত্রে আরো অধিক সংখ্যক নারী কৃষক এবং কৃষি শ্রম-শক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু কৃষি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারীর অবদান রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তাই কৃষি সংক্রান্ত অর্থোপার্জন কর্মকান্ডে নারীকে অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করা এবং মানব-সম্পদ উন্নয়নে সরকারের করণীয় নিম্নরূপঃ

১২.১ নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

- পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান কর্মকান্ড উন্নয়নে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে ;
- কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে ; এবং
- কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

১২.২ উৎপাদন ও বিপণনে অংশগ্রহণ ঃ

- সরকার কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে, বিশেষত: কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি-ব্যবসা কর্মকান্ডে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে যাতে তারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে ;
- কৃষিতে নারীর প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে ;
- কৃষি প্রযুক্তি প্রাপ্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণকে সহজতর করা হবে; এবং
- বিভিন্ন প্রকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ড যেমন প্রশিক্ষণ, কৃষক সমাবেশ ও কর্মশালায় নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১২.৩ আয়ের সুযোগ সৃজন ঃ

- কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড, যেমন বসতবাড়ীতে বাগান, ফসল কর্তনোত্তর কর্মকান্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, নার্সারী, মৌমাছি-পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার ঋণ সহায়তা প্রদান করবে;
- সরকার ক্ষুদ্র আকারের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করবে; এবং
- নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরী বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

১৩.০ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

কৃষি জমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর ফসল উৎপাদন নির্ভরশীল বিবেচনায় সরকার এ ক্ষেত্রে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

- সরকার কৃষি জমির ক্রমহ্রাসমান ধারাকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বিবেচনায় এনে কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার বন্ধের প্রচেষ্টা নেয়া হবে ;
- সরকার জলাবদ্ধ কৃষি জমি পুনরুদ্ধারসহ সাগর তীরবর্তী এলাকায় ভূমি উদ্ধারের মাধ্যমে কৃষি জমি বাড়ানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে ;
- মৃত্তিকা, পানি, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল এবং বায়ুমন্ডলের জীবনরক্ষা ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবহারের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ; এবং
- সরকার কৌলিসম্পদ (Genetic Resources) সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করবে।

১৪.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবে কৃষকদের শস্য উৎপাদন ক্ষমতা এবং জনগণের চাহিদার মধ্যকার ব্যবধান দূর করা এবং তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন দক্ষ কৃষি শ্রমিক ও শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত মানব সম্পদের বিশাল ভান্ডার। কার্যকর মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত মানব সম্পদ পরিকল্পনা এবং পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ ও কর্মের জন্য পুরস্কৃত করার পদ্ধতিসহ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্যাকেজ ভিত্তিক কর্মসূচি উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব। দেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা যারা উদ্ভুত সমস্যা মোকাবেলায় প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং উদ্যেক্তা উন্নয়ন অর্জনে সক্ষম। সরকার কৃষি কাজে নিয়োজিত গবেষক, সম্প্রসারণবিদ ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত কর্মকান্ডে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নতুন নতুন ধ্যান ধারণা অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

১৪.১ প্রশিক্ষণের আওতা ঃ

- কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে ; এবং
- জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী ও অন্যান্য কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

১৪.২ গবেষণা খাতে প্রশিক্ষণ ঃ

- গবেষণা খাতের বর্তমান মানব সম্পদকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনমাফিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে ;
- বিজ্ঞানের অগ্রসরমান ক্ষেত্র, প্রযুক্তি এবং কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে ;
- গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে মানবসম্পদ ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে ; এবং
- কৃষি গবেষণা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অব্যাহত প্রশিক্ষণের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১৪.৩ কৃষি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ঃ

- কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে ডিপ্লোমা পর্যায়ে শিক্ষা জোরদার করা হবে ; এবং
- কার্যকর প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রযুক্তি প্রণয়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে। পেশাগত দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং ন্যায়-নীতি বোধ সমুন্নত রাখার কৌশল হিসেবে কৃষক এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৪.৪ বীজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

- বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন, মান নিয়ন্ত্রণ ও বীজের বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারী ও বেসকারী উদ্যোক্তা এবং কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।

১৪.৫ সার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

- সুষম সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ; এবং
- সার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, সার ব্যবসায়ী, বিতরণকারী এবং উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৪.৬ সেচ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ঃ

- সেচ যন্ত্র পরিচালনা, মেরামত এবং এসব যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে সরকার বেসরকারি উদ্যোক্তা ও বেকার তরুণদেরকে উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে ; এবং
- কৃষক ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্য খামার পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ শক্তিশালী করা হবে যাতে তা জ্ঞান-পার্থক্য ও ফলন-পার্থক্য কমাতে সহায়ক হয়।

১৪.৭ যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- মাঠ পর্যায়ে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী, যেমন চালক, কৃষক, যুবসমাজ, উৎপাদনকারীদের কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৪.৮ সুযোগ সুবিধা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ঃ

- স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য কৃষি ভিত্তিক মানব-সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হবে;
- সরকার কৃষিতে চাহিদা ভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহের জন্য গবেষণা এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত সুযোগ সৃষ্টি ও শক্তিশালী করবে ; এবং
- প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধাদি এমনভাবে শক্তিশালী করা হবে যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক মানের হবে।

১৪.৯ প্রণোদনা ঃ

- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সম্প্রসারণ, শস্য উৎপাদন এবং কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ডে উৎকর্ষ সাধনকে প্রবর্ধন এবং স্বীকৃতি প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিক করা হবে ; এবং
- কৃষি বিজ্ঞান, সম্প্রসারণ এবং গবেষণা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে Visiting scientist, Sabbaticals এবং National fellows পদ প্রবর্তন করা হবে ;

১৪.১০ অংশীদারিত্ব ঃ

- কৃষি ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভিত্তি সমৃদ্ধ করা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশসমূহের কৃষি কেন্দ্রিক মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় সরকার উৎসাহ প্রদান করবে ; এবং
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে শক্তিশালী সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পারস্পরিক ধ্যান ধারণা বিনিময় ও প্রয়োগ সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

১৫.০ কৃষি খাতে শ্রম

- কৃষি শ্রমিক কল্যাণকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হবে;
- আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে ঝুঁকিপূর্ণ কৃষি কাজে (যেমন ঃ বালাইনাশক প্রয়োগ, ভারী, ধারালো ও ঘূর্ণীয়মান কৃষি যন্ত্রপাতি চালানো) শিশুশ্রম ক্রমান্নয়ে হ্রাস করা হবে।

১৬.০ অ-কৃষি কার্যক্রম

- দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিত কৃষকদের অ-খামার খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধম্যে দারিদ্র হ্রাসকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ; এবং
- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত কৃষকদের জন্য অকৃষি খাতে অর্থোপার্জন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

১৭.০ বাংলা ভাষার প্রাধান্য

এ নীতি কার্যকর করার পর সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এ নীতির ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করতে পারবে। বাংলা পাঠ এবং ইংরেজী পাঠে কোন বিভ্রান্তি/অসামঞ্জস্য দেখা দিলে বাংলায় প্রণীত নীতি গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে।

১৮.০ উপসংহার

গবেষক, ব্যবহারকারী এবং বিশেষজ্ঞদের প্রায়োগিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে উপরে বর্ণিত নীতিসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতির সঠিক বাস্তবায়ন ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বেগবান করবে, যার ফলশ্রুতিতে সময়ের পরিবর্তনে সামগ্রিকভাবে কৃষি একটি গতিশীল খাতে পরিণত হবে যা দেশের অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা যায়। জাতীয় কৃষি নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষক, গবেষক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ, কৃষি ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদ সকলে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল অবদান রাখবেন বলে আশা করা যায় এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হবে।

==